গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.২০২০- ৭২ তারিখ ঃ ২১ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ জনরিাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে গত ২৯/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রম প্রেরণ করা হলো।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি এবং সফটকপি (Nikosh Unicode Font) ই-মেইল (admin3@mhapsd.gov.bd) যোগে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৩ শাখায় আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে(০৬(ছয়)........পাতা)

০৪/০২/২০২০
(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মজুমদার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৫৩০
ই-মেইল: admin3@mhapsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকা।
৫। অনুবিভাগ প্রধান ....(সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সমন্বয়ক, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭। পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮। প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়,সেগুন বাগিচা ঢাকা।
৯। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, (সভার কার্যপত্র পাওয়ার পয়েন্টে প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি ঃ
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

H:\PM.Letter.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : দুপুর ০২:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি), অতিরিক্ত সচিব (আনসার ও সীমান্ত), অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃংখলা), অতিরিক্ত সচিব (রাজ-১), সহ জননিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তাগণ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২.০ আলোচনা :

সভাপতি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার আটটি নির্দেশিকার মধ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে অবহিত করেন। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন যথাযথভাবে পালনে এ বিভাগের জন্য নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা প্রতিপালনে সচেষ্ট হতে বলেন। এছাড়া পদ সৃজনের পেন্ডিং বিষয়গুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এ যোগাযোগ করে নিষ্পন্ন করার তাগিদ দেন। অতঃপর নিয়মিত উপস্থাপিত আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৩.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মোট ১৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
৩.১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। (১১-০২-২০১৬)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে পদ সৃজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪/১১/১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করলে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরকে ২৮/১১/২০১৯ তারিখে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এখনও তথ্য পাওয়া যায়নি।	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চুড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৩.২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। (১১-০২-২০১৬)	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬(ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানায় যে, যেহেতু বিদ্যমান আইনটি নতুনভাবে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু একই সময়ে বিদ্যমান আইনটির একটি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব যথার্থ নয়। উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যেসকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫' এর পরিবর্তে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯' এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে যা মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য উপস্থাপনে আছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে।	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চুড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ী করণের শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ

৪.০

০৭-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১২টি এবং ১৫টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
৪.১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬	(১) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সন্ত্রাস নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা রোধে নিয়মিত যৌথ অভিযান অব্যাহত আছে।	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** রাজনৈতিক অনুবিভাগ
৪.২	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬	(২) জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি ও উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির পাশাপাশি ইউনিয়ন আইন শৃঙ্খলা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। (৩) উপজেলা প্রশাসন, গ্রাম পুলিশ, পুলিশ, র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থাকে নজরদারি বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (৪) জেলা কোর কমিটির সভা জোরদার করার লক্ষে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	
৪.৩	২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপঃ (৩০ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদ) মামলার সংখ্যা: ৪৩৫ | অভিযোগপত্র: ৩৯১ | চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৪৩	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৪	২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ০১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের সংখ্যা,তদন্ত সমাপ্ত, কার্যক্রম চলমান ও সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ: (০১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ): মামলার সংখ্যা: ৩,৮৫০ | তদন্ত সমাপ্ত: ৩,৭৯৪ | কার্যক্রম চলমান: ৫৬	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৫	অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	অবরোধ সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহে জড়িত ব্যক্তি ও ইন্ধনদাতাদের সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত দ্রুত সমাপ্ত করে চার্জশীট প্রদান করার জন্য পুলিশ সবসময় তৎপর রয়েছে। এসব মামলার তদন্ত ও বিচার কাজ মনিটর করার জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় রুজুকৃত মামলাসমূহের বিবরণ (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদ)। মামলার সংখ্যা: ১৮৪০ | অভিযোগপত্র: ১৭৯৪ | চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৩৩ | তদন্তাধীন: ১৩	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৬	সোনা পাচার/ মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	<u>পুলিশ</u> ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিট কর্তৃক ১৬৪টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্তে ২৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার অভিযানের পাশাপাশি বিশেষ অভিযান পরিচালনা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এজন্য দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, স্থল বন্দরে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যে	(ক) যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

৪.১২	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	১। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৩,২১৮ টি অভিযান পরিচালনা করে ১২,৯৯৩টি বোট/জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে ২,৮১,৪৬৪ পিস ইয়াবা, ১৩৬ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মদ ও ৫.৩ গ্রাম গাঁজা ও ৮০ লিটার দেশীয় মদ আটক করা হয়। ২। কোস্ট গার্ড এর সকল বেইস, স্টেশান ও আউটপোস্টে নজরদারিসহ অভিযান ও টহল পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপথে মাদক এবং মানব পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত মানব পাচার রোধে কক্সবাজারের ইনানী ও হিমছড়িতে দুটি স্টেশান ও বাহারছড়াতে একটি আউটপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অপারেশান পরিচালিত হচ্ছে।	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৩	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের উন্নয়ন বাজেট হতে ১০টি নতুন ৬তলা ব্যারাক নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজস্ব বাজেট হতেও ১৪টি(৬তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা)ব্যারাক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে । বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ব্যারাকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৯টি ব্যারাকের ৮৪টি ফ্লোর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে । এ সমস্ত নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ায় ১৭,২০০ ফোর্সের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের রাজস্ব বাজেট হতে ১৭টি নতুন ৬তলা ব্যারাক, ২৭টি থানার ব্যারাক এবং ৬৪টি নতুন ৬তলা ভিতের মহিলা ব্যারাকের কাজ চলমান। উন্নয়ন বাজেট হতেও বিভিন্ন ইউনিটে ১১টি নতুন ৬তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত ভবন সমূহের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৪৭,০৫০ ফোর্সের আবাসন ব্যবস্থা সম্ভব হবে।	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।
	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	ক। বিজিবি সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি সীমান্তে চোরাচালান এবং মাদক পাচার ও সেবন প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি ও বিশেষ টহল পরিচালনা করছে। খ। বাংলাদেশ-মায়ানমারের সর্বমোট ২৭১ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ১৯৮ কিঃমিঃ অরক্ষিত ছিল। তন্মধ্যে সীমান্তে ২২ টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১২৩.৫ কিঃ মিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে আরো ১৫ টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৭৪.৫ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে। গ। অপরদিকে বাংলাদেশ-ভারতের সর্বমোট ৪,১৫৬ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ৩৪১ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্তে ৪০ টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৭৮ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য এলাকায় আরো ০৫ টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৩ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সুন্দরবন এলাকায় ০২টি ভাসমান বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে বিওপি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৪	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার বিষয়ে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর হতে কোন প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে প্রতিবেদনের জন্য রয়েছে।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ